যুগান্তর

তারিখ 12 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এবারও সিন্ডিকেটের খপ্পরে পাঠ্যবইয়ের কাগজ

মুশতাক আহমদ

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের কাগজ এবারও সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়েছে। খোলাবাজারে যে কাগজের দর প্রতি টন সর্বোচ্চ ৭২ হাজার টাকার মধ্যে, তা পড়ে ৮৭ হাজার টাকা করে কেনা হচ্ছে। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আগামী বছরের জন্য এবার ১৫ হাজার মেট্রিক টন কাগজ কিনছে। সে হিসাবে কাগজ কেনা বাবদই সরকারের গচ্চা যাচ্ছে ২১ কোটি টাকা। অন্যদিকে এনসিটিবি এবারও প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি এবং দাখিল ও কারিগরি স্তরের জন্য প্রায় ২৭ কোটি বই ছাপছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক ছাড়া আর সব বই কাগজসহ ছাপার টেন্ডার দেয়। ওই সিদ্ধান্তের কারণে আলাদা করে কাগজ কিনতে হয়নি। এক হিসাবে দেখা গেছে, কাগজসহ বইয়ের ছাপার কার্যাদেশ দেয়ায় পরিবহন, গুদামজাতকরণসহ সব মিলিয়ে বই প্রতি গত বছরের তুলনায় অন্তত ৬ টাকা করে সাশ্রয় হচ্ছে। অর্থাৎ, মাধ্যমিক স্তরের বইগুলোও কাগজসহ ছাপানো হলে আরও অন্তত ৪৮ কোটি টাকা সাশ্রয় হতো। এ হিসাবে কেবল মাধ্যমিক স্তরের বই থেকেই সরকারের অন্তত ৭০ কোটি টাকা গচ্চা যাচ্ছে। অভিযোগ মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি, মুদ্রণ শিল্প সমিতি এবং কাগজ উৎপাদনকারীদের মধ্যকার একটি সিন্ডিকেটের কারণেই এবার সরকারকে ওই ৭০ কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে। সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট একদিকে মাধ্যমিকের বই কাগজসহ ছাপার কার্যাদেশ প্রদানে বাধা দিচ্ছে। আরেকদিকে কাগজের টেন্ডার বারবার পিছিয়ে বেশি দর প্রদানের রাস্তা তৈরি করছে। ফলে কাগজে লটভিত্তিক দর প্রদানে সিন্ডিকেট করার মাধ্যমে একদিকে তারা পরস্পর লাভবান হচ্ছে, অন্যদিকে বেশি দর আদায় করতেও সক্ষম হচ্ছে।

> মাধ্যমিকের বই ছাপতেই গচ্চা ৭০ কোটি টাকা

এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন অবশ্য কাগজ কেনায় সিন্ডিকেটের কথা অস্বীকার করেছেন। দেশের বিখ্যাত দুটি কাগজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবার তো তারা কাজ পায়নি। তাই কিভাবে বলা যাবে যে সিন্ডিকেট হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাজার দর যা-ই থাকুক না কেন, একজন ব্যক্তি টেন্ডার দিলে তাকে ভ্যাট-ট্যাক্স দিতে হয়। তাছাড়া সে কাগজটি গুদামে পৌঁছে দেয়। এর জন্য পরিবহন এবং মালামাল 'লোড-আনলোড' (ট্রাকে মাল ওঠানো-নামানো) খরচ রয়েছে। সব মিলিয়ে ১৩ ভাগ বেশি দর নির্ধারণ করতে হয়। এ কারণে দর বেশি হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানো হয় ৬১ গ্রামের কাগজে। নয়াবাজারের খপ্পরে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

খপ্পরে : পাঠ্যবইয়ের কাগজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেশ কয়েকটি কাগজ আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করে জানান, পাঠ্যপুস্তকে ওই কাগজ বর্তমানে বাজারে তার দর ৭২ থেকে ৭৩ হাজার টাকার মধ্যে। তবে বেশি কাগজ কিনলে এই দর হেরফের হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বরং দাম কমে থাকে।

জানা গেছে, এবার যে ১৫ হাজার মেট্রিক টন কাগজ কেনা হচ্ছে তার মধ্যে ৫ হাজার মেট্রিক টন কিনতে হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) থেকে। ওই প্রতিষ্ঠানের কাগজের দর পড়ছে ৯৬ হাজার টাকা করে। আর টেন্ডারের মাধ্যমে কেনা হচ্ছে ১০ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে ১ হাজার টনের একটি লট টেন্ডারে নন-রেসপন্সিভ হয়েছে। ফলে ৯ হাজার মেট্রিক টন এখন কেনা হচ্ছে টেন্ডারে। বাজার দর ৭২ হাজার টাকার মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও টেন্ডারের ওই কাগজের দর পড়ছে পড়ে ৮৪ হাজার টাকা করে। এর ফলে এই উভয় ক্রয় থেকে কাগজের দর পড়ছে গড়ে ৮৭ হাজার টাকা। এ কারণে আর্থিক ক্ষতি কমপক্ষে ২১ কোটি টাকা। আর আলাদাভাবে টেন্ডারের কাগজের হিসাবে আর্থিক ক্ষতি প্রায় ১১ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, যেখানে এনসিটিবি কাগজসহ বই ছাপতে পারে এবং এর ফলে কমপক্ষে ৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব, সেখানে মুদ্রণ সমিতির চাপে কেন তারা আলাদা কাগজ কিনে বই ছাপছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, একদিকে মুদ্রণ সমিতির নেতাদের কাগজ বিক্রেতাদের সঙ্গে যোগসাজশ রয়েছে। বিপরীত দিকে মুদ্রণ সমিতিকে দেখিয়ে এনসিটিবির কয়েকজন কর্মকর্তাও লাভবান হওয়ার রাস্তা তৈরি করেছেন। নাম প্রকাশ না করে একজন প্রকাশক জানান, এনসিটিবিই প্রমাণ দিয়েছে, প্রাথমিক, মাদ্রাসার ইবতেদায়ি ও দাখিল এবং কারিগরি স্তরের বই কাগজসহ টেন্ডার করলে সাশ্রয় হয়, সেখানে তারা কেন আলাদা কাগজ কিনল। ওই প্রকাশক আরও বলেন, বরং এনসিটিবি কাগজের দামেই তাদের সব বই ছাপা সম্পন্ন করতে পারত।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান মুদ্রণ সমিতির চাপকে অবশ্য অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন, শুধু যে তারা চাপ দিয়েছে তা নয়, এখানে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসাকেও দেখা হয়েছে। একসঙ্গে সবার ব্যবসা যাতে বন্ধ না হয়, সে স্বার্থ দেখা হয়েছে। একইভাবে আলাদা করে কাগজ কেনার ব্যাপারে এনসিটিবিকে চাপ দেয়ার কথা মুদ্রণ সমিতি অস্বীকার করেনি। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আফম শাহ আলম বলেন, এনসিটিবি কাগজ কিনলে কাগজের দর বেশি হয়। কেননা, টেন্ডারদাতাদের বিভিন্ন ধরনের খরচ রয়েছে, যা তারা আরোপ করে থাকেন।

জানা গেছে, ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ৩ কোটি ৬১ লাখ ৯৪ হাজার ৯২০ কপি বইই এবার কাগজসহ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর ফলে গত বছরের তুলনায় ২২ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে সরকারের। এ ক্ষেত্রে দরদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নিজেরাই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে খোলাবাজার থেকে কাগজ কিনে বই ছাপবে। আর মাধ্যমিক স্তরের জন্য এবার মোট ৮ কোটি ৩২ লাখ কপি পাঠ্যবই ছাপাতে যাচ্ছে এনসিটিবি। এ হিসাব থেকে এনসিটিবিরই একটি সূত্র জানিয়েছে, কাগজসহ টেন্ডার আহ্বান করলে পড়ে প্রতি কপি বিনামূল্যের পাঠ্যবইয়ের জন্য শুধু কাগজ কেনা থেকেই সরকারের সাশ্রয় হতো ৬ টাকা। আর কাগজ পরিবহন, সংরক্ষণ ও অন্য খরচ ধরলে প্রতি কপি বইয়ের বিপরীতে সরকারের প্রায় ১২ টাকা সাশ্রয় হতে পারত।